ফরাজি আন্দোলন

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার আন্দোলনের একটি নিদর্শন হল ফরাজি আন্দোলন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশে ফরাজি আন্দোলন নামে এক মুসলিম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ফরাজিরা ছিল ফরিদপুরের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। 'ফরাজি' শব্দের অর্থ হল 'ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণকারী'। ফরিদপুরের হাজি শরিয়ৎউল্লাহ ও তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসিন বা দুদুমিঞা ছিলেন এই আন্দোলনের প্রবর্তক। ফরাজি আন্দোলনও একটি ইসলামীয় পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন। তাঁরা মুসলমান সমাজে প্রচলিত ধর্মের সংস্কার সাধন করে মুসলমান ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যেসব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তার সমালোচনা করতে শুরু করেন এবং সেগুলি যে ইসলাম ধর্মবিরোধী তা বোঝাতে চেষ্টা করেন।

শরিয়ৎউল্লাহর (১৭৮১-১৮৩৭) ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে গরিব কৃষক ও শ্রমজীবী মুসলমান সম্প্রদায়কে রক্ষা করা। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি তিনি জমিদার, মহাজন ও নীলকর সাহেবদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ফরাজিরা জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী ছিল। তিনি একথাও বলেন যে ইসলামে ধনী-নির্ধন বলে কিছু নেই। সকল মানুষই সমান। তাঁদের মতবাদ অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা ও ফরিদপুর অঞ্চলে সাধারণ গরিব মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ফরাজি আন্দোলনেরও প্রেরণা ওয়াহাবিদের

Scanned with CamScanner

মতো বাইরে থেকে এসেছিল। ফরাজি আন্দোলনও মুসলমান সমাজে ধর্মসংস্কার আন্দোলনরূপে সূচনা হলেও ধীরে ধীরে জমিদার ও নীলকর বিরোধী কৃষক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ফরাজিরা সমাজের মৌলিক কোনো পরিবর্তনের কথা বলেননি। এমনকি কর বৃদ্ধির প্রতিবাদ করেননি। জমিদাররা যেসব পুজো-পার্বনের খরচের জন্য আবওয়াব বা কর বসাত মুসলমান কৃষকরা তা দিতে অস্বীকার করে এবং সেগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের অভিযোগ ছিল ইসলাম ধর্মে মূর্তিপূজোর কোনো স্থান নেই, অতএব পুজো-পার্বনের খরচের জন্য আবওয়াব দিতে তারা বাধ্য নয়। দাড়ির ওপর জমিদারদের আরোপিত করকে ফরাজিরা বে-আইনি বলে ঘোষণা করে। ফরাজিরা হঠাৎ এই আপত্তি তোলায় জমিদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে ফরাজিদের বিরুদ্ধে নানা উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জমিদাররা এই ঘটনাকে তাদের কর্তৃত্বের ওপর ফরাজিদের চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য করে। জমিদাররাও প্রতিশোধাত্মক হয়ে ফরাজিদের উপর ওয়াহাবিদের মতো দাড়ির ওপর কর বসায়, এতে ফরাজিরা ক্ষিপ্ত হয়ে জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। কারণ নীল কুঠিয়ালরা জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ফরাজিদের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন জমিদার বিরোধী ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। শরিয়ৎউল্লাহ ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ শাসনে ভারত শত্রুদেশ বা বিধর্মীদের দেশে পরিণত হয়েছে। অতএব এই দেশ প্রত্যেক সাচ্চা মুসলমানের বসবাসের অযোগ্য। প্রত্যেক মুসলমান নাগরিকের উচিত ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা। অতএব শরিয়ৎউল্লাহ ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিলেন। এমনকি ভারত বিধর্মীদের দেশে পরিণত হওয়ায় মুসলমানদের শুক্রবারে নামাজ ও ঈদের জামাতে যোগদান করতে নিষেধ করেন। এরপরই ফরাজিরা ঘোষণা করে জমিদারদের জমির খাজনা আদায়ের কোনো অধিকার নেই, কারণ জমি হল ঈশ্বরের দান। স্বভাবতই এই বৈপ্লবিক মতবাদের বিরুদ্ধে জমিদাররা সংঘর্ষের পথ বেছে নেয়। ফলে ধর্মভিত্তিক ফরাজি আন্দোলন জমিদার বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। শরিয়ৎউল্লাহর সর্বাধিক কৃতিত্ব হল বাংলার কৃষকদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করা। ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাজি আন্দোলনের উৎপত্তি হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তা রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। হিন্দু কৃষকরাও এই আন্দোলনে যোগদান করেছিল। তবে ফরাজিদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব ছিল। যেসব মুসলমান ফরাজি মতবাদে বিশ্বাসী ছিল না তাদের প্রতি উৎকট অসহিষ্ণু মনোভাব পর্যন্ত দেখিয়েছিল। তাসত্ত্বেও জমিদার কর্তৃক অত্যাচারিত প্রজা ও বেকার শ্রমিকরা শরিয়ৎউল্লাহর অনুগামী হয়েছিল। ফলে ফরাজি আন্দোলনের ভিত্তি কিছুটা ধর্মভিত্তিক ও কিছুটা অর্থনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

Scanned with CamScanner

শরিয়ৎউল্লাহ ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসিন (১৮১৯-১৮৬০) ফরাজি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও আরও বিধিবদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন। তিনি পূর্ববঙ্গে দুদুমিঞা নামে পরিচিত ছিলেন। দুদুমিঞা জমিদারি শোষণ ও বিদেশি ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তিনিই পূর্ববঙ্গের প্রকৃত শাসক বা খলিফা। বাহাদুরপুরে তিনি তাঁর সংগঠনের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন এবং প্রতি বিভাগে একজন করে সহকারী খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি উৎপীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ক্রমশ দুদুমিঞা তাঁর অনুগামীদের নিকট ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন। তিনিই একাধারে ধর্মীয় সমস্যার সমাধান, জমিজমার বিরোধ নিষ্পত্তি, বিচারকার্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করতেন। আবার কোনো কৃষক যদি ইংরেজের আদালতের শরণাপন্ন হত তাহলে সেই কৃষকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত, এমনকি প্রাণ দিতেও হত। তিনি ঘোষণা করেন যে, জমির মালিক ঈশ্বর, সুতরাং জমিদার খাজনা আদায়ের অধিকারী নয়। এমনকি তিনি পালটা শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফলে কৃষক জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এতে জমিদাররা শঙ্কিত হয়ে ইংরেজ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হয়। ইতিমধ্যে দুদুমিঞা নীলকরদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁর আন্দোলন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং জমিদার ও ইংরেজের বিরুদ্ধে এক গণ-আন্দোলন শুরু হয়। এতে বহু জমিদারের ও নীলকর সাহেবদের মনে এক দারুণ ত্রাসের সৃষ্টি করেন এবং ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে এক দারুণ হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। নীল কুঠির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই আন্দোলন সরকার বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়ে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। অবশেষে ইংরেজ সরকার ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহকালে তাঁকে শেষবারের মতো গ্রেপ্তার করে এবং তিন বছরের বন্দি অবস্থায় জীবনযাপনের পর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দেহাবসান ঘটে। এর সঙ্গে সঙ্গে ফরাজি আন্দোলনও প্রশমিত হয়।

ওয়াহাবি আন্দোলনের মতো ফরাজি আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। একদল ঐতিহাসিক ফরাজি আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধর্মভিত্তিক আন্দোলন বলে মনে করেন। আর একদল ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ আন্দোলন বলে মনে করেন। আবার কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে হিন্দু বিরোধী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন বলে মনে করেন। বলাবাহুল্য, এইসব ঐতিহাসিকরা নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই আন্দোলনকে

Scanned with CamScanner

বিশ্লেষণ করেছেন। আবার যে সব ঐতিহাসিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল তাঁরা এটিকে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ হিসাবে তাঁরা দেখিয়েছেন ফরাজিরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান আর প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু জমিদার। অপরদিকে কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক ফরাজি আন্দোলনকে মুসলমান জাতীয়তাবাদের বিকাশে ইতিহাসের এক বিশিষ্ট পর্যায় বলে গণ্য করেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ফরাজিরা ছিল সংখ্যায় খুবই কম। তাদের একটা গোষ্ঠী বলেও চিহ্নিত করা যায় না। ইসলাম ধর্মের এটি একটি শাখাও নয়। পূর্ববঙ্গ ছাড়া ভারতের কোথাও এর প্রভাব দেখা যায়নি। অতএব এইরূপ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চিন্তাভাবনাকে সমগ্র মুসলমান সমাজের চিন্তাভাবনা বা জীবনচর্যা বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। আর যেসব ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন তাদের কাছে এই আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাবার ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হবে। এদের মতে ফরাজিরা হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে যে আক্রোশ দেখিয়েছিল তা জমিদার বলে নয়, হিন্দু বলে। আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এই আন্দোলন যদি কেবলমাত্র ধর্মীয় আন্দোলনই হত তাহলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বিশেষ করে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে বা তুরস্ক সাম্রাজ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হতে দেখা যেত।

প্রকৃতপক্ষে ফরিদপুরের ফরাজি আন্দোলন মূলত ধর্মসংস্কার আন্দোলনরূপে শুরু হলেও শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপনের সংগ্রামে পরিণত হয়। জমিদার ও নীলকরদের অর্থনৈতিক শোষণ ও ব্রিটিশের রাজনৈতিক শাসন উচ্ছেদকল্পে এই ধর্মীয় আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক স্তরে উন্নীত হয়। দুদুমিঞার নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার গঠনের পরিকল্পনা, স্বাধীন বিচারালয় স্থাপন, জনসাধারণের নিকট থেকে কর আদায় প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে ফরাজিদের বিদ্রোহ জনগণের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে। এই বিদ্রোহে প্রকৃত শ্রেণিসংগ্রামের চিত্রটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা এটি ধনী ও দরিদ্রের সংগ্রাম বলে মনে করেন। অর্থাৎ এই আন্দোলনের কারণ হল অর্থনৈতিক। মার্কসবাদীদের মতে এটি অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত এক শ্রেণিসংগ্রাম। তবে এই আন্দোলনে শ্রেণিসংগ্রামের গন্ধ পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিক কারণে এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তা সম্ভবত স্বীকার করা যায় না। কারণ এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ধর্ম। ধর্ম এই আন্দোলনের বহিরঙ্গে ছিল না। জমির অধিকারকে কেন্দ্র করেও এই আন্দোলনের সূচনা হয়নি এবং প্রথমদিকে কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। আন্দোলনকারীদের নিকট রাজনৈতিক ও বিদেশি শাসন

Scanned with CamScanner

বিশেষ দৃষ্টি আকষণ করেনি। ধর্মকে কাজে লাগিয়ে ফরাজি আন্দোলনের নেতারা আন্দোলনকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ক্ষমতাবান জমিদারদের সঙ্গে বিরোধ, এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ, বহু বিচিত্ররূপে তার প্রকাশ ও বিস্তার ঘটে। ধর্মীয় বা অন্য জীবনে তার প্রসার ব্যাহত হতে পারে কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, দলীয় সংগঠনের অভাব, বিদ্রোহীদের সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব প্রভৃতি কারণে ফরাজি বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও ফরাজি আন্দোলনের প্রভাবে ভারতবর্ষে কৃষকদের ওপর জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল এবং অর্থনৈতিক মুক্তির যে দাবি উঠেছিল তা কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এইদিক বিশ্লেষণ করেই ড. শশিভূষণ চৌধুরীও মন্তব্য করেছেন "Thus a religious movement aiming at Pure Standard of the faith was turned to secular ends..." তিনি একথাও বলেছেন যে দুদুমিঞা জমিদারদের ন্যায্য ও আইনসংগত খাজনা না দেওয়ার জন্য কৃষকদের প্ররোচিত করতেন।

Scanned with CamScanner